৮৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...1? SEP 1987...
পৃষ্ঠা... ...1... কলাম...1...

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা—৩

শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ কমছে

॥ সাইফুল আলম ॥

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের মাত্র ১ দশমিক ২ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়, যা প্রতিবেশী দেশ বার্মা (তিন দশমিক এক) ও শ্রীলঙ্কার (দুই দশমিক আট) তুলনায় কম।

বাংলাদেশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে মোট বরাদ্দের তুলনায় শিক্ষাখাতে প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দের একটা ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা রয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে মোট বরাদ্দের শতকরা ৪ দশমিক ৭৬ ভাগ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই হার হয়েছে ৩ দশমিক ১৭ ভাগ এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই হার এসে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ০৫ ভাগে। পরিসংখ্যান মতে, প্রাথমিক শিক্ষাখাতে, বাংলাদেশে মোট জাতীয় আয়ের মাত্র শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ ব্যয় করা হয়। আবার লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় অনেক কম।

প্রাক স্কুলবয়েসী ছাত্র সংখ্যা

বাংলাদেশে প্রাক স্কুলবয়েসী (৩–৫ বছর) শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ১৬ লাখ বা মোট শিশুর প্রায় ২৫ শতাংশ। বর্তমানে দেশে

শেষ পৃঃ ৮–এর কঃ দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪৪ হাজার। স্কুলগুলোর শতকরা ৮৭ ভাগ সরকারী, ১৩ ভাগ বেসরকারী এবং স্কুলের শতকরা ৯২ ভাগ এবং ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা ৮৯ ভাগ গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।

সমস্যা

গবেষণায় প্রাথমিক স্কুলে ভর্তিতে জনসাধারণের অনীহা ও উদাসীনতার মূল কারণ হিসেবে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের শতকরা ৩০ ভাগ পরিবার খুবই গরীব এবং এদের পরিবার সবাই নিরক্ষর। এর পাশাপাশি রয়েছে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই স্কুল ছেড়ে দেয়ার সমস্যা। এই অনুপাত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে বেশী, প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ।

কমিশন ও কমিটি

পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, অতীতে শিক্ষা সংস্কারের জন্য বহু কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি সুসংহত কৌশল প্রদান করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫৭), জাতীয় কমিশনের রিপোর্ট ('৫৯), কুদরত-ই খুদা রিপোর্ট ('৭৪), জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কাউন্সিলের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি—এই সবক'টিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক এবং প্রায় '৯০ সালের মধ্যে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ ছিল।

পর্যবেক্ষকমহল মনে করেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে বহু কমিটি গঠিত হয়েছে, রিপোর্টও হয়েছে কিন্তু কার্যতঃ সেসব রিপোর্ট বাস্তবায়নে কোন সরকারই আন্তরিক ছিল না। ফলস্বরূপ দেশে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা স্কুলবয়েসী ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় কমছে।

এই প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষকমহল মনে করেন, প্রাথমিক স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা এবং শিক্ষা পর্ব শেষ করার পূর্বেই তাদের বিপুল অংশ 'স্কুল থেকে সরে পড়া' সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে স্কুলগুলোর নিয়ন্ত্রণভার স্থানীয়ভাবে উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হলেও তাতে অবস্থার ঈষৎ পরিবর্তন হয়নি। ফলতঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে সার্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়ন অনিশ্চয়তার মধ্যে দোল খাচ্ছে।